দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 11 FEB 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

৬

প্রাথমিক শিক্ষাপক্ষ '৯৪/৯৫ কি একটি রাজনৈতিক স্লোগান ?

যশোর সদর থানা পরিষদ মিলনায়তনে (ঝুমঝুমপুর) সমাপ্ত হয়েছে "প্রাথমিক শিক্ষাপক্ষ" সদর থানার শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ র‍্যালি করে শহর প্রদক্ষিণ করে উদ্বোধন করা হলো প্রাথমিক শিক্ষাপক্ষ। এ উপলক্ষে ধারাবাহিক অনুষ্ঠান হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে শুধু থানা সদর বা শহরে ঢাকঢোল পিটিয়ে অনুষ্ঠান ও কর্মসূচী পালন করে সরকারী ফান্ডের অর্থ খরচ করার পরও কি ৬৮ হাজার গ্রামবাসীর কাছে প্রাথমিক শিক্ষাপক্ষ সম্পর্কে কোন ধারণা দেয়া গেছে?

আমাকে সদর থানার কয়েকজন শিক্ষক (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) বললেন তার পরিবারের কেউ বলতে পারবে না শহরে শিক্ষাপক্ষ কেন পালিত হচ্ছে! এমন কি শিক্ষক স্কুল ছুটি দিয়ে সরকারী অনুষ্ঠান র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করছেন আর ঐ সব স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীরাও প্রাথমিক শিক্ষাপক্ষ কেন পালিত হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষাপক্ষের মূল উদ্দেশ্য কি তা জানতে পারল না। তবে কি গ্রামবাসীর জানার প্রয়োজন নেই এর উদ্দেশ্য?

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে নিবেদন প্রাথমিক শিক্ষাপক্ষ গ্রামভিত্তিক তথা ইউনিয়ন ভিত্তিকভাবে অর্থাৎ ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের উপর দায়িত্ব দিয়ে প্রতিটি ইউনিয়নে এক একদিন অনুষ্ঠান করে গ্রামবাসীকে অবগত করা হলে পুরো কাজটি সহজ হবে। আর কোন থানায় বা শহরে বসে যতই চেঁচানো হোক তা গ্রামবাসীর কানে পৌঁছবে না। জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচনের সময় যে রকম গ্রামের প্রতিটি ঘরে গিয়ে অনুনয় বিনয় করা হয়, ঠিক তেমনি প্রাথমিক শিক্ষাপক্ষ কি উদ্দেশ্য সেটা ইউপি সদস্যদের কাছে দায়িত্ব দিয়ে দিলে কাজের কাজ কিছু হতে পারে। এতে জাতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষাপক্ষ ইউনিয়নভিত্তিক বা গ্রামভিত্তিক পর্যায়ে পরিচালনা করে গ্রামবাসীর তথা পল্লী এলাকার জনগণকে সচেতন করা সহজ হবে।

মোঃ গোলাম মোস্তফা মিন্টু
বিএডিসি ঝুমঝুমপুর, সদর থানা,
যশোর-৭৪০০।

জনগণের সমর্থন আদায় ও ক্ষমতাসীন থাকার নিমিত্তে স্বৈরাচারী এরশাদের ভুয়া আশার ন্যায় এ সরকারও স্বৈরাচারী নীতি অবলম্বন করে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ভুয়া আশ্বাস দিচ্ছে। অথচ রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ স্বল্প বেতনে বা ভাতায় কিভাবে অনাহারে ও অর্ধাহারে দায়িত্ব পালন করবেন তা নিয়ে সরকারের চিন্তা-ভাবনা নেই।

জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যে দায়িত্ব পালন করবেন, অনুমোদিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের ওপরও একই দায়িত্ব পালনের ভার চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। এ বিমাতাসুলভ নীতি বর্জন করে স্কুলগুলো ও শিক্ষকগণকে একই পর্যায়ভুক্ত করে বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। তাই অবস্থাদৃষ্টে বলতে হয়, বর্তমান নীতি প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়।

উল্লেখ্য, গমের লোভ দেখিয়ে দরিদ্র জনগণকে ধোঁকা দেবার অপচেষ্টা যে গতিতে এ শিক্ষাকে চালু করবার চেষ্টায় আছে তা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। সারা দেশে এভাবে গমের লোভ দেখিয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু করতে প্রায় ১০/১৫ বছর সময় লাগবে। তার পরেও কি গম দেবার লোভ চলবেই? যুক্তরাষ্ট্রের গম দিয়ে কি চিরদিনই চলবে?

বর্তমানে শিক্ষক সমাজ উর্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ তামিল করতেই ব্যস্ত। স্কুলে পড়ালেখা কি চলছে তা জনসাধারণ ভালভাবেই অনুভব করছেন। এ যেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজার টিয়া পাখির গল্পের মতোই সত্য। শিক্ষার নামে অশিক্ষা চলছে হরদম। উল্লেখ্য, উর্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ– পড়ালেখা যা হোক না কেন প্রতি শ্রেণী থেকে percentage অনুসারে পাসের হার দেখাতে হবে। এতে কোমলমতি শিশুদের ওপর অবাঞ্ছিত বোঝা চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের এ আদেশের পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। নতুবা ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যত অন্ধকার।

লৌহ শলাকা দিয়ে টিয়া পাখিকে অক্ষর ও সংখ্যা পেটে গুঁজে দেবার শামিল যাতে না হয়।

আশা রাখি শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের percentage-এর আদেশের পরিবর্তন হোক। সরকারের শিক্ষা নীতিও রদবদল হোক।

কাজেম উদ্দিন আহমেদ
ঘোষের পাড়া
জামালপুর।